रजिस्ट्री सं डी-221

Registered No. D-211

রেজিস্ট্রী নং ডি-২২১

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
ভারতের গেজেট

असाधारण

EXTRAORDINARY

বিশেষ

भाग VII—अनुभाग 1

PART VII—Section 1

ভাগ ৭—অনুভাগ ১

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

सं 10	नई दिल्ली, शुक्रबार, सितम्बर 4, 2020	[भाद्र 13, 1942 शक
No. 10	**NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020**	**[BHADRA 13, 1942 (SAKAY)**
নং 10	নতুন দিল্লী, শুক্রবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০২০	[১৩ই ভাদ্র, ১৯৪২(শক)

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
(বিধান বিভাগ)

নতুন দিল্লী, ১১ই মার্চ, ২০২০/২১ শে ফাল্গুন, ১৯৪১ (শক)

(১) দি মেডিক্যাল টারমিনেশন অফ প্রেগন্যানসি অ্যাক্ট, ১৯৭১ (১৯৭১-এর ৩৪),

(২) দি অ্যান্টি অ্যাপারথেইড (ইউনাইটেড নেশন্স কন্‌ভেন্‌শান্) অ্যাক্ট, ১৯৮১ (১৯৮১-র ৪৮),

(৩) দি স্টেট এমব্লেম অফ ইণ্ডিয়া (প্রোহিবিশন অফ ইমপ্রপার ইয়ুজ) অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ৫০),

(৪) দি কমিশনস্ ফর প্রোটেক্‌সন্ অফ্ চাইল্ড রাইট্‌স্ অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৬-এর ৪),

(৫) দি ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন্ এজেন্সি অ্যাক্ট, ২০০৮ (২০০৮-এর ৩৪),

(৬) দি সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ বোর্ড অ্যাক্ট, ২০০৮ (২০০৯-এর ৯),

(৭) দি সেন্ট্রাল গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (এক্সটেনশন টু জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর) অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-র ২৬),

(৮) দি ইনটিগ্রেটেড গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (এক্সটেনশন টু জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর) অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-র ২৭) এবং

(৯) দি মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশন অফ রাইটস অন ম্যারেজ) অ্যাক্ট, ২০১৯ (২০১৯-এর ২০)-এর বঙ্গানুবাদ এতদ্দারা রাষ্ট্রপতির প্রাধিকারাধীন প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎসমূহ প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫০)-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রাধিকৃত পাঠরূপে গণ্য হইবে।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Dated, the 11th March, 2020/ 21 Phalguna, 1941 (Saka)

(1) The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971),

(2) The Anti-Apartheid (United Nations Convention) Act, 1981 (48 of 1981),

(3) The State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 (50 of 2005),

(4) The Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006),

(5) The National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008),

(6) The Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009),

(7) The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (26 of 2017),

(8) The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (27 of 2017) and

(9) The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 (20 of 2019) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Bengali under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন আইন, ২০০৫

(২০০৬-এর ৪ নং আইন)

[১১ ই মার্চ, ২০২০ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

[২০ শে জানুয়ারি, ২০০৬]

শিশু অধিকার রক্ষার নিমিত্ত একটি জাতীয় কমিশন ও রাজ্য কমিশনসমূহ গঠনের জন্য এবং শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধসমূহের বা শিশুর অধিকার লঙ্ঘনের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থাকরণের নিমিত্ত শিশুদের আদালতসমূহ গঠনের জন্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

যেহেতু, ভারত ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রপুঞ্জ (ইউ এন)-এর এরূপ সাধারণ পরিষদের শীর্ষ বৈঠকে অংশগ্রহণ করিয়াছিল, যাহা শিশুর উদ্বর্তন সুরক্ষা ও বিকাশ সম্বন্ধে একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিয়াছিল;

এবং যেহেতু ভারত ও ১১ ডিসেম্বর, ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দে শিশুর অধিকার বিষয়ক কন্‌ভেন্‌শান্ (সি আর সি) স্বীকার করিয়াছিল;

এবং যেহেতু, সি আর সি হইল একটি আন্তর্জাতিক সন্ধি যাহা ঐ কন্‌ভেন্‌শানে বিবৃত শিশুগণের অধিকার রক্ষা করিতে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করিবার জন্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহকে বাধ্য করে;

এবং যেহেতু, শিশুর অধিকার রক্ষা সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার শিশুদের জন্য যে সাম্প্রতিক পদক্ষেপসমূহ লইয়াছেন সেগুলির মধ্যে একটি হইল জাতীয় শিশু সনদ ২০০৩-এর গ্রহণ;

এবং যেহেতু, মে, ২০০২ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত শিশুদের বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বিশেষ সত্র চলতি দশকের জন্য সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক গৃহীত হইবে এরূপ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশল ও ক্রিয়াকলাপসমূহ সম্বলিত ‘‘শিশুদের উপযোগী একটি পৃথিবী” শিরোনামিত একটি পারিণামিক দস্তাবেজ গ্রহণ করিয়াছিল;

এবং যেহেতু, এতদ্‌বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিসমূহ, সি আর সি-তে বিহিত মানসমূহ এবং অন্য সকল প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক সাধনপত্রসমূহ কার্যকর করিবার জন্য শিশু সম্বন্ধীয় একটি বিধি বিধিবদ্ধ করা সঙ্গত;

অতএব, ভারত সাধারণতন্ত্রের ষট্‌পঞ্চাশৎ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল:—

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা, সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) ইহা, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, —

(ক) ‘‘চেয়ারপার্সন ” বলিতে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কমিশনের বা রাজ্য কমিশনের চেয়ারপার্সন বুঝায়;

(খ) ''শিশুর অধিকার'' ২০ নভেম্বর, ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশুর অধিকার সম্বন্ধীয় কন্‌ভেন্‌শানে গৃহীত এবং ১১ ডিসেম্বর, ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত শিশুদের অধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(গ) ''কমিশন'' বলিতে, ৩ ধারা অনুযায়ী গঠিত জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন বুঝায়;

(ঘ) ''সদস্য'' বলিতে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কমিশনের বা রাজ্য কমিশনের কোন সদস্য বুঝায় এবং চেয়ারপার্সনকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঙ) ''প্রজ্ঞাপন'' বলিতে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত কোন প্রজ্ঞাপন বুঝায়;

(চ) ''বিহিত'' বলিতে, এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(ছ) ''রাজ্য কমিশন'' বলিতে, ১৭ ধারা অনুযায়ী গঠিত কোন রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন বুঝায়।

অধ্যায় ২

জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন

জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন গঠন।

৩। (১) কেন্দ্রীয় সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন অনুযায়ী, উহার উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবার জন্য এবং উহাতে নির্দিষ্ট কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন নামে অভিহিত একটি সংস্থা গঠন করিবেন।

(২) কমিশন নিম্নলিখিত সদস্যগণ লইয়া গঠিত হইবে, যথা —

(ক) চেয়ারপার্সন যিনি একজন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং শিশুগণের কল্যাণ প্রোন্নত করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছেন; এবং

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে খ্যাতি, দক্ষতা, সততা, প্রতিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে ছয় জন সদস্য নিযুক্ত হইবেন, যাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন হইবেন মহিলা,—

(i) শিক্ষা;

(ii) শিশু স্বাস্থ্য, যত্ন, কল্যাণ বা শিশু উন্নয়ন;

(iii) কিশোর ন্যায়বিচার বা অবহেলিত বা প্রান্তিক শিশু বা প্রতিবন্ধী শিশুদের যত্ন;

(iv) শিশু শ্রম অপনয়ন বা দুর্দশাগ্রস্ত শিশু;

(v) শিশু বিষয়ক মনোবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান; এবং

(vi) শিশু সম্বন্ধীয় বিধিসমূহ।

(৩) কমিশনের কার্যালয় হইবে দিল্লিতে।

চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের নিযুক্তি।

৪। কেন্দ্রীয় সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, চেয়ারপার্সন ও অন্য সদস্যগণকে নিযুক্ত করিবেন :

তবে, চেয়ারপার্সন, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক বা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত তিন সদস্যের নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিযুক্ত হইবেন।

চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের পদের মেয়াদ ও চাকরির শর্তাবলী।

৫। (১) চেয়ারপার্সন ও প্রত্যেক সদস্য, যে তারিখে তিনি পদ গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে তিন বৎসরের মেয়াদের জন্য ঐরূপে পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে, কোন চেয়ারপার্সন বা সদস্য দুইয়ের অধিক মেয়াদের জন্য উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইবেন না :

পরন্তু, কোন চেয়ারপার্সন বা অন্য কোন সদস্য —

(ক) চেয়ারপার্সনের ক্ষেত্রে, পঁয়ষট্টি বছর; এবং

(খ) কোন সদস্যের ক্ষেত্রে, ষাট বছর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর

তিনি ঐরূপে পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

(২) চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য, কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্দিষ্ট করিয়া স্ব-হস্তে লিখিয়া যেকোন সময়ে তাঁহার পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের বেতন ও ভাতা।

৬। চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণকে প্রদেয় বেতন ও ভাতাসমূহ, এবং তাঁহাদের চাকরির অন্য শর্ত ও কড়ারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হইবে :

তবে, ক্ষেত্রানুযায়ী, চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্যের বেতন ও ভাতাসমূহ বা তাঁহার চাকরির অন্য শর্ত ও কড়ারসমূহের মধ্যে কোনটিই তাঁহার নিযুক্তির পর তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত হইবে না।

পদ হইতে অপসারণ।

৭। (১) (২) উপধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, চেয়ারপার্সন প্রমাণিত কদাচার বা অসমর্থতা হেতু কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশানুসারে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইতে পারিবেন।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকার আদেশানুসারে, চেয়ারপার্সন বা অন্য যেকোন সদস্যকে পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি, ক্ষেত্রানুযায়ী, উক্ত চেয়ারপার্সন বা ঐরূপ অন্য সদস্য,—

(ক) বিচার-নির্ণীত দেউলিয়া হন; বা

(খ) তাঁহার পদে থাকাকালে তাঁহার পদের কর্তব্যের বাহিরে কোন বেতন-ভিত্তিক কর্মে ব্যাপৃত হন; বা

(গ) কার্য করিতে অস্বীকার করেন বা কার্য করিতে অসমর্থ হন; বা

(ঘ) বিকৃত মস্তিষ্ক হন এবং কোন ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্তৃক ঐরূপে ঘোষিত হন; বা

(ঙ) এরূপভাবে তাঁহার পদের অপব্যবহার করিয়া থাকেন যাহাতে তাঁহার পদে থাকা জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়; বা

(চ) এরূপ অপরাধের জন্য দোষসিদ্ধ হন এবং কারাবাসে দণ্ডিত হন যাহা কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমতে নৈতিক দুশ্চারিত্র্যের সহিত জড়িত; বা

(ছ) কমিশনের নিকট হইতে অনুপস্থিতির অনুমতি না লইয়া, কমিশনের উপর্যুপরি তিনটি অধিবেশনে অনুপস্থিত হন।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি অপসারিত হইবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত ব্যক্তিকে বক্তব্য বলিবার সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে।

চেয়ারপার্সন বা সদস্য কর্তৃক পদ শূন্যকরণ।

৮। (১) যদি, ক্ষেত্রানুযায়ী, চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য —

(ক) ৭ ধারায় উল্লিখিত যেকোন নির্যোগ্যতার অধীন হন;বা

(খ) ৫ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী তাঁহার পদত্যাগপত্র পেশ করেন,

তাহাহইলে তাঁহার আসন সেই কারণে শূন্য হইবে।

(২) যদি চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগের কারণেই হউক বা অন্যথায় হউক, তাঁহাদের পদে কোন নৈমিত্তিক শূন্যপদ সৃষ্টি হয় তাহাহইলে, ঐরূপ শূন্যপদ ৪ ধারার বিধানাবলী অনুসারে নূতন নিযুক্তির মাধ্যমে নব্বই দিনের সময়সীমার মধ্যে পূরণ করা হইবে এবং ঐরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি, ক্ষেত্রানুযায়ী, চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য যাঁহার স্থলে তিনি ঐরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি পদের যে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, সেই অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

শূন্যপদ ইত্যাদি কমিশনের কার্যবাহ অসিদ্ধ করিবে না।

৯। কমিশনের কোন কার্য বা কার্যবাহ কেবল —

(ক) কমিশনে কোন শূন্যপদের কারণে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটির কারণে; অথবা

(খ) চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্যরূপে কোন ব্যক্তির নিযুক্তির কোন ত্রুটির কারণে; অথবা

(গ) বিষয়ের গুণাবলী প্রভাবিত করে না কমিশনের প্রক্রিয়াগত এরূপ কোন অনিয়মিততার কারণে,

অসিদ্ধ হইবে না।

কার্য পরিচালনার প্রক্রিয়া।

১০। (১) কমিশন, চেয়ারপার্সন যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ সময়ে উহার কার্যালয়ে নিয়মিতভাবে অধিবেশন করিবেন, কিন্তু উহার সর্বশেষ ও তৎপরবর্তী অধিবেশনের মধ্যে তিন মাসের অধিক ব্যবধান হইবে না।

(২) অধিবেশনে সকল সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গৃহীত হইবে:

তবে, কোন ক্ষেত্রে ভোট সমান সমান হইলে, চেয়ারপার্সনের বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে ও তিনি উহা প্রয়োগ করিবেন।

(৩) যদি কোন কারণে চেয়ারপার্সন কমিশনের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ হন, তাহাহইলে, অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কমিশন কোন অধিবেশনের কোরামসমেত, ঐ অধিবেশনে উহার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রক্রিয়াগত নিয়মাবলী পালন করিবেন।

(৫) কমিশনের সকল আদেশ ও সিদ্ধান্ত সদস্যসচিব বা এতৎপক্ষে সদস্যসচিব কর্তৃক যথাযথভাবে প্রাধিকৃত কমিশনের অন্য কোন আধিকারিক কর্তৃক প্রমাণীকৃত হইবে।

কমিশনের সদস্য-সচিব, আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারী।

১১। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কমিশনের একজন সদস্য-সচিবরূপে ভারত সরকারের যুগ্ম-সচিব বা অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার নিম্নপদস্থ নহেন এরূপ একজন আধিকারিক নিযুক্ত করিবেন এবং কমিশনের কৃত্যসমূহের দক্ষ সম্পাদনের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারী কমিশনের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করিবেন।

(২) সদস্য-সচিব কমিশনের কার্যাবলী-তে যথোপযুক্ত প্রশাসনের ও উহার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার উপযুক্ত প্রশাসনের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও নির্বাহ করিবেন ও সেরূপ অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

(৩) কমিশনের প্রয়োজনার্থে নিযুক্ত সদস্য-সচিব, অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীকে প্রদেয় বেতন ও ভাতাসমূহ এবং তাঁহাদের চাকরির অন্যান্য শর্ত ও কড়ার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ হইবে।

অনুদান হইতে বেতন ও ভাতা প্রদত্ত হইবে।

১২। ১১ ধারায় উল্লিখিত সদস্য-সচিব, অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীকে প্রদেয় বেতন, ভাতা ও পেনশন সমেত চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণকে প্রদেয় বেতন ও ভাতা ও প্রশাসনিক ব্যয় ২৭ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত অনুদান হইতে প্রদত্ত হইবে।

অধ্যায় ৩

কমিশনের কৃত্য ও ক্ষমতাসমূহ

কমিশনের কৃত্যসমূহ।

১৩। (১) কমিশন নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন কৃত্য সম্পাদন করিবেন, যথা :–

(ক) শিশু অধিকার রক্ষার জন্য তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী ব্যবস্থিত রক্ষাবন্ধ পরীক্ষা করা ও পুনর্বিলোকন করা এবং তাহাদের কার্যকর রূপায়ণের জন্য ব্যবস্থা সুপারিশ করা;

(খ) ঐ সকল রক্ষাবন্ধের ক্রিয়াশীলতার সম্বন্ধে প্রতিবেদনসমূহ প্রতিবৎসর ও কমিশন যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করেন সেরূপ অন্যান্য সময়ের ব্যবধানে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করা;

(গ) শিশুর অধিকার লঙ্ঘনের অনুসন্ধান করা ও ঐরূপ ক্ষেত্রসমূহে কার্যবাহের প্রবর্তন সুপারিশ করা;

(ঘ) সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িক হিংসা, দাঙ্গা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, গার্হস্থ্য হিংসা, এইচ আই ভি/এইডস, শিশুপাচার, দুর্ব্যবহার, নির্যাতন ও শোষণ, অশ্লীল চিত্রায়ণ ও গণিকাবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত শিশুগণের অধিকার উপভোগে বাধা দেয় এরূপ সকল কারণ পরীক্ষা করা এবং যথোপযুক্ত প্রতিকারযোগ্য ব্যবস্থা সুপারিশ করা;

(ঙ) দুর্দশাগ্রস্ত শিশু, প্রান্তিক ও অসুবিধাগ্রস্ত শিশুগণ, বিধির সহিত বিরোধে জড়িত শিশুগণ, কিশোরগণ, পরিবারহীন শিশুগণ ও কয়েদীদের শিশুগণ সমেত বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষার আবশ্যকতা যাহাদের সেই শিশুগণ সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ দেখা এবং যথোপযুক্ত প্রতিকারযোগ্য ব্যবস্থা সুপারিশ করা;

(চ) সন্ধিসমূহ ও অন্য আন্তর্জাতিক সাধনপত্রসমূহ পরীক্ষা করা ও শিশুর অধিকারের উপর বিদ্যমান নীতি, কার্যক্রম ও অন্যান্য কার্যকলাপের পর্যায়বৃত্ত পুনর্বিলোকন করা এবং শিশুগণের অত্যুত্তম স্বার্থে সেগুলির কার্যকর রূপায়ণের জন্য সুপারিশ করা;

(ছ) শিশুর অধিকারের ক্ষেত্রে গবেষণার ভার গ্রহণ করা ও উন্নতিবিধান করা;

(জ) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শিশুর অধিকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিস্তৃত করা এবং প্রকাশনা, সংবাদ মাধ্যম, সেমিনার ও অন্য প্রাপ্তিসাধ্য উপায়ের মাধ্যমে এই অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য প্রাপ্তিসাধ্য রক্ষাবন্ধসমূহের সম্পর্কে চেতনা বর্ধিত করা;

(ঝ) কোন সামাজিক সংগঠন দ্বারা পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান সমেত, কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকার বা অন্য কোন প্রাধিকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন কিশোর অভিরক্ষা হোম, বা শিশুগণের জন্য নির্দিষ্ট অন্য কোন বসবাসের স্থান বা প্রতিষ্ঠান, যেখানে শিশুগণকে চিকিৎসা, সংশোধন বা সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আটক করা বা থাকিতে দেওয়া হয়, তাহা পরিদর্শন করা বা পরিদর্শন করানো এবং, প্রয়োজন দেখা দিলে, এই প্রাধিকারসমূহকে দিয়া প্রতিকারযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঞ) অভিযোগসমূহ অনুসন্ধান করা এবং, —

(i) শিশুর অধিকার হইতে বঞ্চনা ও উহার লঙ্ঘন;

(ii) শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়ন বিধানকারী বিধিসমূহের অ-রূপায়ণ;

(iii) শিশুগণের কষ্ট লাঘব করিবার ও কল্যাণ সুনিশ্চিত করিবার এবং ঐ শিশুগণের ত্রাণের ব্যবস্থা করিবার লক্ষ্যে নীতিগত সিদ্ধান্ত, নির্দেশিকা বা নির্দেশসমূহ-এর অপালন

সম্পর্কিত বিষয়সমূহ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে অবগত থাকা, বা যথাযোগ্য প্রাধিকারীসমূহের নিকট ঐ বিষয়সমূহ হইতে উদ্ভূত বিষয় উত্থাপন করা; এবং

(ট) শিশুর অধিকার প্রোন্নত করিবার জন্য যেরূপ প্রয়োজন বিবেচিত হইবে সেরূপ অন্যান্য কৃত্য ও উপরোক্ত কৃত্যসমূহের আনুষঙ্গিক অন্য যেকোন বিষয়।

(২) কমিশন, তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী যথাযথভাবে গঠিত কোন রাজ্য কমিশন বা অন্য কোন কমিশনের সমক্ষে যে বিষয় বিচারাধীন সেরূপ কোন বিষয় অনুসন্ধান করিবেন না।

অনুসন্ধান সম্বন্ধী ক্ষমতাসমূহ।

১৪। (১) কমিশনের, ১৩ ধারার (১) উপধারার (ঞ) প্রকরণে উল্লিখিত কোন বিষয় অনুসন্ধান করিবার কালে এবং বিশেষতঃ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ অনুযায়ী কোন মোকদ্দমা বিচারকারী কোন দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে, যথা :- ১৯০৮ - এর ৫।

(ক) কোন ব্যক্তির হাজিরা সমন করিবার ও বলবৎ করিবার এবং শপথের ভিত্তিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য;

(খ) কোন দস্তাবেজের প্রকটন ও উপস্থাপনের জন্য;

(গ) শপথপত্রের ভিত্তিতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য;

(ঘ) কোন আদালত বা কার্যালয় হইতে কোন সরকারী অভিলেখ বা উহার প্রতিলিপি অধিযাচনের জন্য; এবং

(ঙ) সাক্ষীগণের বা দস্তাবেজসমূহের পরীক্ষার জন্য কমিশন জারির জন্য।

(২) কোন মামলা বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কোন মামলা প্রেরণ করিবার ক্ষমতা কমিশনের থাকিবে এবং যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ঐরূপ কোন মামলা প্রেরিত হয় তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিবার জন্য অগ্রসর হইবেন যেন ঐ মামলা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর ৩৪৬ ধারা অনুযায়ী তাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ১৯৭৪ - এর ২।

অনুসন্ধানের পর পদক্ষেপসমূহ।

১৫। কমিশন এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত কোন অনুসন্ধান সমাপ্ত হইবার পর নিম্নলিখিত যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা :–

(i) যেক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ফলে কোন গুরুতর প্রকৃতির শিশু অধিকার লঙ্ঘনের সংঘটন বা তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধির বিধানাবলীর উল্লঙ্ঘন প্রকাশিত হয়, সেক্ষেত্রে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে অভিযুক্তির জন্য কার্যবাহের প্রবর্তন বা কমিশন যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ অন্য ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সরকার বা প্রাধিকারের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন;

(ii) সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট যেরূপ আবশ্যক গণ্য করিবেন সেরূপ নির্দেশ, আদেশ বা রিট্-এর জন্য ঐ কোর্টের দ্বারস্থ হইবেন;

(iii) কমিশন যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন পীড়িত ব্যক্তির বা তাঁহার পরিবারের সদস্যগণকে সেরূপ অন্তর্বর্তী ত্রাণ মঞ্জুরির জন্য সংশ্লিষ্ট সরকার বা প্রাধিকারীর নিকট সুপারিশ করিবেন।

কমিশনের বার্ষিক ও বিশেষ প্রতিবেদন।

১৬। (১) কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের নিকট একটি বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন এবং যেকোন সময়ে যেকোন বিষয়ের উপর বিশেষ প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন যাহা, উহার অভিমতে, এরূপ জরুরী বা গুরুত্বপূর্ণ হয় যে, উহা ঐ বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন পর্যন্ত বিলম্ব করা যাইবে না।

(২) ক্ষেত্রানুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ঐরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক বৎসর সময়সীমার মধ্যে উহার সুপারিশসমূহের উপর গৃহীত বা গৃহীত হইবার জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি ও কোন সুপারিশ গৃহীত না হইয়া থাকিলে তাহার হেতুসমূহের সহিত কমিশনের বার্ষিক ও বিশেষ প্রতিবেদন, ক্ষেত্রানুযায়ী, যথাক্রমে সংসদের উভয় সদনে বা, রাজ্য বিধানসভার সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

(৩) বার্ষিক প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে, প্রণালীতে প্রস্তুত করা হইবে এবং উহাতে সেরূপ বিস্তারিত বর্ণনা থাকিবে।

অধ্যায় ৪

রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন

রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন গঠন।

১৭। (১) কোন রাজ্য সরকার, এই অধ্যায় অনুযায়ী কোন রাজ্য কমিশনের উপর অর্পিত ক্ষমতাবলী প্রয়োগ করিবার জন্য ও উহাকে সমনুদেশিত কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য .... (রাজ্যের নাম) শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনরূপে অভিহিত একটি সংস্থা গঠন করিতে পারিবেন।

(২) রাজ্য কমিশন নিম্নলিখিত সদস্যগণ লইয়া গঠিত হইবে, যথা :–

(ক) একজন চেয়ারপার্সন যিনি একজন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং শিশুগণের কল্যাণের উন্নতিবিধান করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছেন; এবং

(খ) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে খ্যাতি, দক্ষতা, সততা, প্রতিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে ছয়জন সদস্য নিযুক্ত হইবেন, যাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন হইবেন মহিলা, —

(i) শিক্ষা;

(ii) শিশু স্বাস্থ্য, যত্ন, কল্যাণ বা শিশু উন্নয়ন;

(iii) কিশোর ন্যায়বিচার বা অবহেলিত বা প্রান্তিক শিশু বা প্রতিবন্ধী শিশুদের যত্ন;

(iv) শিশু শ্রম অপনয়ন বা দুর্দশাগ্রস্ত শিশুগণ ;

(v) শিশু বিষয়ক মনোবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান; এবং

(vi) শিশুসম্বন্ধীয় বিধিসমূহ।

(৩) রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন, রাজ্য কমিশনের সদর দপ্তর সেরূপ স্থানে হইবে।

চেয়ারপার্সন ও অন্যান্য সদস্যের নিযুক্তি।

১৮। রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, চেয়ারপার্সন ও অন্য সদস্যগণকে নিযুক্ত করিবেন তবে, চেয়ারপার্সন, যে বিভাগ শিশুদের লইয়া কাজ করিতেছে সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত একটি তিন সদস্যের নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিযুক্ত হইবেন।

চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের পদের মেয়াদ ও চাকরির শর্তাবলী।

১৯। (১) চেয়ারপার্সন ও প্রত্যেক সদস্য, যে তারিখে তিনি পদ গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে তিন বৎসরের মেয়াদের জন্য ঐরূপে পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন

তবে, কোন চেয়ারপার্সন বা সদস্য দুইয়ের অধিক মেয়াদের জন্য পদে অধিষ্ঠিত হইবেন না

পরন্তু, কোন চেয়ারপার্সন বা অন্য কোন সদস্য—

(ক) চেয়ারপার্সনের ক্ষেত্রে, পঁয়ষট্টি বছর; এবং

(খ) কোন সদস্যের ক্ষেত্রে, ষাট বছর

বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর তিনি ঐরূপে পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

(২) চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য রাজ্য সরকারকে উদ্দিষ্ট করিয়া স্ব-হস্তে লিখিয়া যেকোন সময়ে তাঁহার পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের বেতন ও ভাতা।

২০। চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণকে প্রদেয় বেতন ও ভাতাসমূহ এবং তাঁহাদের চাকরির অন্য শর্ত ও কড়ারসমূহ রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হইবে

তবে, ক্ষেত্রানুযায়ী, চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্যের বেতন ও ভাতাসমূহ বা তাঁহার চাকরির অন্য শর্ত ও কড়ারসমূহের মধ্যে কোনটিই তাঁহার নিযুক্তির পর তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত হইবে না।

রাজ্য কমিশনের সচিব, আধিকারিকগণ এবং অন্যান্য কর্মচারী।

২১। (১) রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রাজ্য কমিশনের সচিবরূপে রাজ্য সরকারের সচিব পদমর্যাদার নিম্নপদস্থ নহেন এরূপ একজন আধিকারিক নিযুক্ত করিবেন এবং কমিশনের কৃত্যসমূহের দক্ষ সম্পাদনের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীকে রাজ্য কমিশনের প্রাপ্তিসাধ্য করিবেন।

(২) সচিব রাজ্য কমিশনের কার্যাবলীতে যথোপযুক্ত প্রশাসনের ও উহার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও নির্বাহ করিবেন ও ঐরূপ অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

(৩) রাজ্য কমিশনের প্রয়োজনার্থে নিযুক্ত সচিব, অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীকে প্রদেয় বেতন ও ভাতাসমূহ এবং তাঁহাদের চাকরির অন্যান্য শর্ত ও কড়ার রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ হইবে।

অনুদান হইতে বেতন ও ভাতা প্রদত্ত হইবে।

২২। ২১ ধারার উল্লিখিত সচিব, অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীকে প্রদেয় বেতন, ভাতা ও পেনশন সমেত চেয়ারপার্সনকে ও সদস্যগণকে প্রদেয় বেতন ও ভাতা ও প্রশাসনিক ব্যয় ২৮ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত অনুদান হইতে প্রদত্ত হইবে।

রাজ্য কমিশনের বার্ষিক ও বিশেষ প্রতিবেদন।

২৩। (১) রাজ্য কমিশন রাজ্য সরকারের নিকট একটি বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন এবং যেকোন সময়ে যে কোন বিষয়ের উপর বিশেষ প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন যাহা, উহার অভিমতে, এরূপ জরুরী বা গুরুত্বপূর্ণ হয় যে, উহা ঐ বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন পর্যন্ত বিলম্ব করা যাইবে না।

(২) রাজ্য সরকার, রাজ্য সম্বন্ধী সুপারিশসমূহের উপর গৃহীত বা গৃহীত হইবার জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া একটি স্মারকলিপি ও কোন সুপারিশ গৃহীত না হইয়া থাকিলে তাহার হেতুসমূহের সহিত (১) উপধারায় উল্লিখিত সকল প্রতিবেদন, যেক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত সেক্ষেত্রে উহার প্রতিটি কক্ষে, বা যেক্ষেত্রে ঐ বিধানসভা একটি কক্ষ লইয়া গঠিত সেক্ষেত্রে ঐ কক্ষের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

(৩) বার্ষিক প্রতিবেদন রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে, প্রণালীতে প্রস্তুত করা হইবে এবং উহাতে সেরূপ বিস্তারিত বর্ণনা থাকিবে।

রাজ্য কমিশনসমূহের ক্ষেত্রে জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন সম্বন্ধী কতিপয় বিধানাবলীর প্রয়োগ।

২৪। ৭, ৮, ৯, ১০ ধারার, ১৩ ধারার (১) উপধারার এবং ১৪ ও ১৫ ধারার বিধানাবলী কোন রাজ্য কমিশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং তৎসমূহের নিম্নলিখিত সংপরিবর্তনসমূহ সাপেক্ষে কার্যকারিতা থাকিবে, যথা :–

(ক) ‘‘কমিশন’’-এর উল্লেখসমূহ ‘‘রাজ্য কমিশন’’ -এর উল্লেখসমূহরূপে অর্থান্বয়িত হইবে;

(খ) ‘‘কেন্দ্রীয় সরকার’’-এর উল্লেখসমূহ ‘‘রাজ্য সরকার’’-এর উল্লেখসমূহরূপে অর্থান্বয়িত হইবে; এবং

(গ) ‘‘সদস্যসচিব’’-এর উল্লেখসমূহ ‘‘সচিব’’-এর উল্লেখসমূহরূপে অর্থান্বয়িত হইবে।

অধ্যায় ৫

শিশু আদালত

শিশু আদালত।

২৫। শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধসমূহের বা শিশুর অধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অপরাধসমূহের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ঐকমত্যে, উক্ত অপরাধসমূহ বিচার করিবার জন্য শিশু আদালতরূপে রাজ্যে অন্ততঃ একটি আদালত, অথবা প্রতি জেলার জন্য একটি দায়রা আদালত বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন :

তবে, এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না যদি তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী ঐরূপ অপরাধসমূহের জন্য —

(ক) কোন দায়রা আদালত ইতঃপূর্বে কোন বিশেষ আদালতরূপে বিনির্দিষ্ট হয়; অথবা

(খ) কোন বিশেষ আদালত ইতঃপূর্বে গঠিত হয়।

বিশেষ সরকারী অভিযোক্তা।

২৬। প্রত্যেক শিশু আদালতের জন্য রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন সরকারী অভিযোক্তা বিনির্দিষ্ট করিবেন, অথবা এরূপ একজন অ্যাডভোকেট ঐ আদালতে মামলাসমূহ চালনা করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ সরকারী অভিযোক্তারূপে নিযুক্ত করিবেন, যিনি অন্যূন সাত বৎসর ধরিয়া একজন অ্যাডভোকেটরূপে পেশায় যুক্ত আছেন।

অধ্যায় ৬

অর্থ, হিসাবপত্র ও নিরীক্ষা

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুদান।

২৭। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, এতৎপক্ষে বিধি দ্বারা সংসদ কর্তৃক কৃত যথোচিত উপযোজনের পর, কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের প্রয়োজনার্থে সদ্ব্যবহার হইবার জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ অর্থাঙ্ক অনুদানরূপে কমিশনকে প্রদান করিবেন।

(২) কমিশন এই আইন অনুযায়ী কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ অর্থাঙ্ক ব্যয় করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ অর্থাঙ্ক (১) উপধারায় উল্লিখিত অনুদান হইতে প্রদেয় ব্যয়রূপে বিবেচিত হইবে।

রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুদান।

২৮। (১) রাজ্য সরকার, এতৎপক্ষে বিধি দ্বারা বিধানমণ্ডল কর্তৃক যথোচিত উপযোজন-এর পর, রাজ্য সরকার এই আইনের প্রয়োজনার্থে সদ্ব্যবহার হইবার জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ অর্থাঙ্ক অনুদানরূপে রাজ্য কমিশনকে প্রদান করিবেন।

(২) রাজ্য কমিশন এই আইনের অধ্যায় ৩ অনুযায়ী কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ অর্থাঙ্ক ব্যয় করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ অর্থাঙ্ক (১) উপধারায় উল্লিখিত অনুদান হইতে প্রদেয় ব্যয়রূপে বিবেচিত হইবে।

কমিশনের হিসাবপত্র ও নিরীক্ষা।

২৯। (১) কমিশন উপযুক্ত হিসাবপত্র ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অভিলেখ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের সহিত পরামর্শক্রমে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে একটি বার্ষিক হিসাব বিবরণ প্রস্তুত করিবেন।

(২) কমিশনের হিসাবপত্র মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক কর্তৃক তাঁহার দ্বারা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ের ব্যবধানে নিরীক্ষিত হইবে এবং ঐরূপ নিরীক্ষা সম্পর্কে নির্বাহিত কোন ব্যয় কমিশন কর্তৃক মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের নিকট প্রদেয় হইবে।

(৩) মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের সাধারণতঃ সরকারী হিসাবপত্রের নিরীক্ষা সম্পর্কে যেরূপ অধিকার ও বিশেষাধিকার এবং প্রাধিকার রহিয়াছে কমিশনের হিসাবপত্রের নিরীক্ষা সম্পর্কে মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের ও এই আইন অনুযায়ী তাহার দ্বারা নিযুক্ত কোন ব্যক্তির অনুরূপ অধিকার ও বিশেষাধিকার এবং প্রাধিকার থাকিবে এবং বিশেষতঃ বহি, হিসাবপত্র, সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসমূহ ও অন্য দস্তাবেজ ও কাগজপত্রের উপস্থাপনের দাবি করিবার ও কমিশনের যেকোন কার্যালয় পরিদর্শন করিবার অধিকার থাকিবে।

(৪) কমিশনের হিসাবপত্রের উপর নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সহিত মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক বা এতৎপক্ষে তদ্দ্বারা নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক যথা-শংসিত উহার হিসাবপত্র একত্রে কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রতি বৎসর প্রেরিত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার, নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রাপ্তির পর, যথা সম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপন করাইবেন।

রাজ্য কমিশনের হিসাবপত্র ও নিরীক্ষা।

৩০। (১) রাজ্য কমিশন উপযুক্ত হিসাবপত্র ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অভিলেখ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের সহিত পরামর্শক্রমে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে একটি বার্ষিক হিসাব-বিবরণ প্রস্তুত করিবেন।

(২) রাজ্য কমিশনের হিসাবপত্র মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক কর্তৃক তাঁহার দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সময়ের ব্যবধানে নিরীক্ষিত হইবে এবং ঐরূপ নিরীক্ষা সম্পর্কে নির্বাহিত কোন ব্যয় রাজ্য কমিশন কর্তৃক মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের নিকট প্রদেয় হইবে।

(৩) এই আইন অনুযায়ী কমিশনের হিসাবপত্রের নিরীক্ষা সম্পর্কে মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের ও তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত কোন ব্যক্তির, মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের সাধারণতঃ সরকারী হিসাবপত্রের নিরীক্ষা সম্পর্কে যেরূপ অধিকার ও বিশেষাধিকার এবং প্রাধিকার রহিয়াছে, ঐরূপ নিরীক্ষা সম্পর্কে অনুরূপ অধিকার ও বিশেষাধিকার এবং প্রাধিকার, এবং বিশেষতঃ বহি, হিসাবপত্র, সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসমূহ এবং অন্য দস্তাবেজ ও কাগজপত্র উপস্থাপন দাবি করিবার ও রাজ্য কমিশনের যেকোন কার্যালয় পরিদর্শন করিবার অধিকার থাকিবে।

(৪) কমিশনের হিসাবপত্রের উপর নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সহিত মহা হিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক বা এতৎপক্ষে তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক যথাশংসিত উহার হিসাবপত্র একত্রে কমিশন কর্তৃক রাজ্য সরকারের নিকট প্রতিবৎসর প্রেরিত হইবে এবং রাজ্য সরকার, নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রাপ্তির পর, যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপন করাইবেন।

অধ্যায় ৭

বিবিধ

সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থার রক্ষণ।

৩১। এই আইন অথবা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর অনুসরণে অথবা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, কমিশন, বা রাজ্য কমিশনের প্রাধিকার দ্বারা বা অনুযায়ী কোন প্রতিবেদন বা কাগজপত্রের প্রকাশনা সম্পর্কে সরলবিশ্বাসে কৃত বা করিতে হইবে বলিয়া অভিপ্রেত কোন কিছুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, কমিশন, রাজ্য কমিশন বা উহার কোন সদস্য বা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, কমিশন, অথবা রাজ্য কমিশনের নির্দেশাধীনে কর্মরত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিযুক্তি অথবা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

চেয়ারপার্সন, সদস্যগণ ও অন্যান্য আধিকারিক সরকারী কর্মচারী হইবেন।

৩২। এই আইন অনুযায়ী কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য কমিশনের, রাজ্য কমিশনের প্রত্যেক সদস্য এবং কমিশনে বা রাজ্য কমিশনে নিযুক্ত প্রত্যেক আধিকারিক ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২১ ধারার অর্থের মধ্যে একজন সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন। ১৮৬০ - এর ৪৫।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দেশসমূহ।

৩৩। (১) কমিশন, এই আইন অনুযায়ী উহার কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিতে গিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ প্রদত্ত হইবে, জাতীয় প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কিত নীতির প্রশ্নে সেরূপ নির্দেশসমূহ দ্বারা চালিত হইবেন।

(২) কোন প্রশ্ন জাতীয় প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কিত নীতির প্রশ্ন বা প্রশ্ন নয় সে সম্পর্কে যদি কেন্দ্রীয় সরকার ও কমিশনের মধ্যে কোন বিবাদ উদ্ভূত হয়, তাহাহইলে, তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

রিটার্ণ বা তথ্য।

৩৪। কেন্দ্রীয় সরকার, সময়ে সময়ে, যেরূপ অনুজ্ঞাত করিবেন কমিশন উহার কার্যকলাপ সমূহ সম্পর্কে সেরূপ রিটার্ণ বা অন্য তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৩৫। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ, এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ নিয়মাবলী নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ের জন্য বিহিত করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) ৬ ধারা অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারপার্সনের ও সদস্যগণের চাকরির শর্ত ও কড়ারসমূহ এবং তাঁহাদের বেতন ও ভাতাসমূহ;

(খ) এরূপ প্রক্রিয়া যাহা ১০ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী কোন অধিবেশনে কমিশনের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তৎকর্তৃক অনুসৃত হইবে;

(গ) ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী কমিশনের সদস্য-সচিব কর্তৃক প্রযুক্ত ও সম্পাদিত হইবে এরূপ ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ;

(ঘ) ১১ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী কমিশনের আধিকারিকগণের ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন ও ভাতাসমূহ এবং তাঁহাদের চাকরির অন্যান্য শর্ত ও কড়ার;

(ঙ) হিসাব-বিবরণের ফরম ও অন্যান্য অভিলেখ যাহা ২৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক প্রস্তুত হইবে।

(৩) এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চালিত থাকাকালে সর্বমোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এবং যদি যে সত্রে উহা স্থাপিত হয় সেই সত্রের অব্যবহিত পরবর্তী সত্র বা পূর্বোক্ত আনুক্রমিক সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ নিয়মে কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন অথবা উভয় সদন একমত হন যে, ঐ নিয়ম প্রণীত হওয়া উচিত নহে, তাহাহইলে, ঐ নিয়ম তৎপরে কেবল, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা আদৌ কার্যকর হইবে না; তবে এরূপে যে ঐরূপ সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

রাজ্য সরকারের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৩৬। (১) রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপনের দ্বারা এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ নিয়মাবলী নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ের জন্য বিহিত করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) ২০ ধারা অনুযায়ী রাজ্য কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের চাকরির শর্ত ও কড়ারসমূহ এবং তাঁহাদের বেতন ও ভাতাসমূহ;

(খ) এরূপ প্রক্রিয়া যাহা ২৪ ধারার সহিত পঠিত ১০ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী, কোন অধিবেশনে রাজ্য কমিশনের কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে তৎকর্তৃক অনুসৃত হইবে;

(গ) ২১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী রাজ্য কমিশনের সচিব কর্তৃক প্রযুক্ত ও সম্পাদিত হইবে এরূপ ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ;

(ঘ) ২১ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী রাজ্য কমিশনের আধিকারিকগণের ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন ও ভাতাসমূহ এবং তাঁহাদের চাকরির অন্যান্য শর্ত ও কড়ার; এবং

(ঙ) হিসাব-বিবরণের ফরম ও অন্যান্য অভিলেখ যাহা ৩০ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী রাজ্য কমিশন কর্তৃক প্রস্তুত হইবে।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পরে যথাসম্ভব শীঘ্র, যেক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভা দুইটি সদন লইয়া গঠিত সেক্ষেত্রে উহার প্রতিটি সদনে, বা যেক্ষেত্রে ঐ বিধানসভা একটি সদন লইয়া গঠিত সেক্ষেত্রে ঐ সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

অসুবিধা দূর করিবার ক্ষমতা।

৩৭। (১) যদি এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিতে গিয়া কোন অসুবিধা উদ্ভূত হয়, তাহাহইলে, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, ঐ অসুবিধা দূর করিবার জন্য যেরূপ আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস নহে সেরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

তবে, এই আইনের প্রারম্ভের তারিখ হইতে দুই বৎসরের সময়সীমার অবসানের পর এই ধারা অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদত্ত হইবে না।

(২) এই ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ, প্রদত্ত হইবার পরে যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের উভয় সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।